ভোরের কাগজ
15 DEC 2002

এসিএম-এর ২৭তম আঞ্চলিক প্রতিযোগিতা

মোহাম্মদ কায়কোবাদ

এসিএম-এর ২৭তম আঞ্চলিক প্রতিযোগিতাসমূহ গত ৭ ডিসেম্বর শেষ হলো। এশিয়া অঞ্চলীয় ঢাকা সাইটের প্রতিযোগিতা ৫ম বারের মতো এবং বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে ২য় বারের মতো অনুষ্ঠিত হলো বিগত ২৭-২৮ ডিসেম্বর। ঢাকা সাইট প্রতিযোগিতায় ৮২টি দলের মধ্যে ৭৯টি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। এরমধ্যে নানিয়াং টেকনোলজিক্যাল ইউনিভার্সিটি এবং দক্ষিণ ভারতের থিয়াগারজর কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের দুটি দল ছিল। ৫ ঘণ্টার এই মেধার প্রতিযোগিতায় সর্বমোট ৮টি সমস্যার মধ্যে ৫টি সমস্যার সমাধান করে বিজয়ী হয়েছে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের সিএসই বিভাগের ৩য় লেভেল ১ম টার্মের ছাত্র আসিফ উল হক, মোহাম্মদ সাইফুর রহমান এবং মেহেদী বখতের বুয়েট লুপার্স দল। এই ৫টি সমস্যা সমাধান করতে তাদের সর্বমোট সময় লেগেছে ৪৭৬ মিনিট। ৪টি সমস্যার সমাধান করে রানার আপ হয়েছে নানিয়াং টেকনোলজিক্যাল ইউনিভার্সিটির দলটি। সর্বসংখ্যক সমস্যার সমাধান করে তৃতীয় স্থান দখল করেছে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের মোহাম্মদ কামরুজ্জামান, মোহাম্মদ সাজ্জাদ হোসেন এবং মুশফিকুর রউফের দল বুয়েট স্প্রিন্টার। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, কামরুজ্জামান এবং মুশফিক এ বছর মার্চ মাসে হনলুলুতে অনুষ্ঠিত ২৬তম বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে অংশগ্রহণ করেছিল। ৪র্থ স্থান দখল করেছে নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের তমাল, সদরুল এবং আরিফের দল এনএসইউ অ্যাজটেকস। এছাড়া শীর্ষ ১০টি স্থানের ৪টি দখল করে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা, ৩টি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং নানিয়াং, এনএসইউ এবং ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি থেকে একটি করে।

৫টি সমস্যার সমাধান করে একটি দল, ৪টি সমস্যার সমাধান করে ২টি দল, ৩টি করে ৪টি দল, ২টি করে ১১টি দল এবং একটি করে সমস্যার সমাধান করে ২১টি দল। ৪২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১৯টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দলগুলো সমস্যা সমাধানে সফল হয়। প্রথম শুদ্ধ সমাধান পাঠায় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি দল।

এই আঞ্চলিক প্রতিযোগিতার ফলাফলের ভিত্তিতে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের বুয়েট লুপার্স দলটি হলিউডে ২২-২৬ মার্চ, ২০০৩ অনুষ্ঠিতব্য ২৭তম বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে অংশগ্রহণের জন্য ইতিমধ্যেই আমন্ত্রিত হয়েছে।

এবার দেখা যাক এবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপে অংশগ্রহণকারী দলসমূহ কারা।

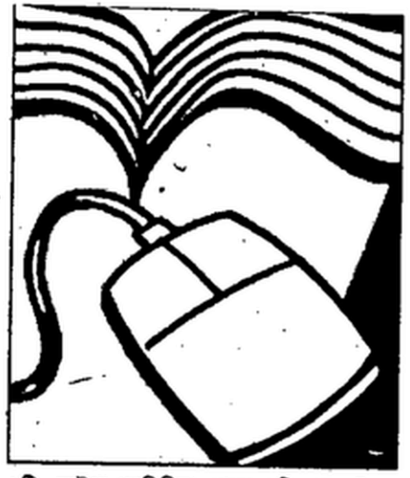

সারা পৃথিবীর ৬টি মহাদেশের ৬৮টি দেশের ৩০টি আঞ্চলিক প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ১৩২৯টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৮৭৩টি দল থেকে বাছাই করা হলো ৭০টি দল। চূড়ান্ত পর্বে অংশগ্রহণের জন্য আফ্রিকা থেকে ২টি, এশিয়া থেকে ১৮টি, ইউরোপ থেকে ১৬টি, ল্যাটিন আমেরিকা থেকে

৬টি, সাউথ প্যাসিফিক থেকে ২টি এবং উত্তর আমেরিকা থেকে ২৬টি দল। এর মধ্যে এশিয়া থেকে ইস্ট চায়না ইউএসটি, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি বম্বে, ইউনিভার্সিটি অফ টোকিও এবং ইয়ংশেই ইউনিভার্সিটির রেজিস্ট্রেশন এখনো নিশ্চিত হয়নি। একই অবস্থা ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া, সান ডিয়েগো এবং ইউনিভার্সিটি অফ ভার্জিনিয়া। বাকি ৬৪টি দলের সবকিছু চূড়ান্ত। সাধারণত ৬০ থেকে ৬৪টি দল বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপে অংশগ্রহণ করে। সেই অর্থে এবার অংশগ্রহণ হবে সর্বাধিক দলের। এশিয়ার নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ সবই এবার চূড়ান্ত পর্বে অংশগ্রহণ করছে। এর মধ্যে চীনের ছিংহুয়া, বর্তমান বিশ্বচ্যাম্পিয়ন সাংহাই জিয়াওটং, কাইস্ট, শরিফ ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজি, ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অফ

> এবারের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে মার্ভ বেভারলির হিলটন হোটেলে। সারা পৃথিবীর সবচেয়ে মেধাবী ছাত্রদের মিলনমেলা হবে এই হোটেলটিতে। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররাও গর্বের সঙ্গে আমাদের লাল সবুজ পতাকা ওড়াবে অন্যান্য নামীদামি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি থেকে।

সিঙ্গাপুর এবং বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। এই নিয়ে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় পরপর ছয়বার বিশ্বচ্যাম্পিয়নশীপে অংশগ্রহণ করেছে এবং কখনো চূড়ান্ত পর্বে উন্নীত হতে ব্যর্থ হয়নি। আশা করি বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা এই গর্ব করার মতো পরিসংখ্যান আগামী বছরগুলোতেও অটুট রাখবে। উল্লেখ করা যেতে পারে যে সারা পৃথিবীর হাতে গোনা মাত্র কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের এ ধরনের রেকর্ড রয়েছে।

ইউরোপ থেকে অংশগ্রহণ করছে আলবার্ট আইনস্টাইন ইউনিভার্সিটি উলম, মস্কো স্টেট ইউনিভার্সিটি, সেন্ট পিটার্সবার্গ স্টেট ইউনিভার্সিটি এবং ওয়ারশ ইউনিভার্সিটি। ল্যাটিন আমেরিকা থেকে আসছে বুয়েনস আয়ার্স ইউনিভার্সিটি। নর্থ আমেরিকা থেকে আসছে ক্যালটেক, কার্নেগি মেলন, হার্ভার্ড, বার্কলে, অস্টিন, ওয়াটার লু এবং ভার্জিনিয়া ইউনিভার্সিটি থেকে। সাউথ প্যাসিফিক থেকে আসছে অকল্যান্ড এবং নিউ সাউথওয়েলস ইউনিভার্সিটির দল। খুব নামকরা দলের মধ্যে নেই এমআইটির দল, গত বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপে যারা রানার্স আপ হয়েছিল। আঞ্চলিক প্রতিযোগিতায় এবার তাদের ৬ষ্ঠ স্থান নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। যদিও ওয়াটারলুও তাদের আঞ্চলিক প্রতিযোগিতায় ৩য় স্থান দখল করে বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপে অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছে, এমআইটি-এর ক্ষেত্রে তা হলো না। বিগত বছরগুলোর প্রতিযোগিতায় এমআইটি এবং হার্ভার্ড-এর একদল বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপে আসতে পারলেও অন্যটি পারেনি। এবার বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপে অবশ্য বিখ্যাত স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটিও থাকছে না। গতবার স্ট্যানফোর্ডের ছাত্ররা চ্যাম্পিয়নদের সমান ৬টি সমস্যা সমাধান করেছিল।

এবারের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে মার্ভ বেভারলির হিলটন হোটেলে। সারা পৃথিবীর সবচেয়ে মেধাবী ছাত্রদের মিলনমেলা হবে এই হোটেলটিতে। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররাও গর্বের সঙ্গে আমাদের লাল সবুজ পতাকা ওড়াবে অন্যান্য নামীদামি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি থেকে।

এ যাবৎকাল মুস্তাক, পাপ্পানা ও ফেরদৌসের দল ২০০৩ সালের অরল্যান্ডো প্রতিযোগিতায় সবচেয়ে ভালো একাদশ স্থান দখল করেছিল। এরপর আমাদের পারফরম্যান্সে ওঠানামা রয়েছে। আশা করি, এবার আসিফ, সাইফুর, মেহেদীর দল আমাদের আরেক উচ্চতায় নিয়ে যাবে যেখান থেকে সারাবিশ্বের মানুষ বাংলাদেশের ছাত্রদের কম্পিউটার মেধার উৎকর্ষ সম্বন্ধে জানতে পারবে। আশা করি, প্রতি বছরের মতো বাংলাদেশ থেকে একাধিক দল বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপে অংশগ্রহণ করে আমাদের উন্নত মেধার পরিচয় সারাবিশ্বে তুলে ধরবে।

ড. মোহাম্মদ কায়কোবাদঃ অধ্যাপক, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়।